দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB. 12 2002

প্রখ্যাত লেখকের বই কেনা কি অপরাধ ?

শ্বেতপত্র নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

আহমেদ নূরে আলম ॥ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় 'চরমপত্র' খ্যাত এমআর আখতার মুকুলের ১৪টি বই কিনলে কোন সরকারকে সমালোচিত হতে হবে, একথা কি স্বাধীন বাংলাদেশে ভাবা যায়? অথবা অমর একুশের প্রভাত ফেরির অমর গানটির রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর ১৩টি বই কেনা কি অপরাধ হয়েছে? অথবা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা কোন বই কি সরকারের কাছে বিক্রয়ের উপযুক্ত নয়? দেশের ইতিহাসে স্থানলাভকারী ব্যক্তিত্বদের একাধিক বই কিনে কি গত সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, না নিজেকে সম্মানিত করেছে?

জানা নেই এ প্রশ্নের উত্তরে সরকার কি জবাব দেবে। জনগণই বা কিভাবে গ্রহণ করবে সরকারের মনোভাবকে, বলা দুঃসাধ্য।

দুর্ভাগ্যজনক যে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে প্রকাশিত "আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) সংঘটিত ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত শ্বেতপত্র" রচয়িতারা অনেকক্ষেত্রে সাধারণ পরিমিতিবোধের পরিচয় দেননি। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত তুলে আনা যাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দফতরের বই ক্রয়ে দুর্নীতির ওপর ২৬ পৃষ্ঠার অভিযোগ থেকে।

অভিযোগগুলো এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, উপদেষ্টা বা ক্ষমতাসীন দলের কোন নেতার বই সরকারের কেনা অন্যায়। আসলে কি তাই? সম্ভবত তা নয়।

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

প্রয়াত রাষ্ট্রপতির সম্পর্কিত" বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। প্রয়াত এক মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে এত কার্পণ্য কেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে। একটি অভিযোগ বার বার করা হয়েছে যে, টেন্ডার ছাড়াই তিন বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকার সৃজনশীল বইগুলো কেনা হয়েছে। অথচ শ্বেতপত্রেই আবার উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার ১৯৯৩ সালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বোর্ড সভার একটি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ৩০% কমিশনে কতিপয় প্রকাশকের কাছ থেকে বই সরবরাহ নেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সিদ্ধান্তটি ছিল পূর্ববর্তী সরকার অর্থাৎ বিএনপি আমলের। বিএনপি আমলের একটি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে যদি পরবর্তী সরকার দোষী হয়, তাহলে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি গ্রহণকারী সরকার কেন অভিযুক্ত হবে না?

শ্বেতপত্রে কয়েকবার বলা হয়েছে, 'কতিপয়' প্রকাশকের কাছ থেকে বই কেনা হয়েছে। কিন্তু এ অভিযোগটিও আমাদের তদন্তকালে টেকেনি। দু'বছরের তালিকা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। সর্বশেষ ২০০০-২০০১ অর্থবছরে কেনা বইয়ের তালিকায় দেখা যায়, কমপক্ষে ৯১ জন প্রকাশকের বই কেনা হয়েছে। '৯৭-৯৮ অর্থবছরে প্রকাশকের সংখ্যা ছিল ১২৮ জন।

চলে যাওয়া একটি সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিবরণ প্রকাশ বাংলাদেশের মতো ভয়ানক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের প্রশাসন পরিচালনায় বিবেকের অঙ্কুশ হিসাবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করেছে বর্তমান সরকারের শ্বেতপত্র। ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হেয় বা অপমান করার মতলবের বদলে সৎ উদ্দেশ্যটি যদি চালিকাশক্তি হতো তাহলে শ্বেতপত্রটি একটি অনন্য দলিল হতো। তবুও অশুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শ্বেতপত্রে মাঝে মাঝে বর্ণিত কিছু অপকর্ম বিদ্যুত ঝলকের মতো চমকে দিতে পারে জনসাধারণকে। যেমন সুযোগ পেয়ে বইয়ের দাম বাড়িয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া। আর এতে নাম এসেছে যে প্রকাশকের, তাঁর সঙ্গে তিনদিন যোগাযোগের চেষ্টা করেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি।